

অক্টোবর ১৫, ২০২০

কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে কী ধরনের ওষুধ ও পথ্য খাচ্ছেন

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি যারা চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিবর্তে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করেছেন, তারা কী ধরনের ওষুধ ও পথ্য খেয়েছেন জানতে গত ৪ জুন থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে একটি সমীক্ষা করেছে। এই গবেষণা দলের সদস্যরা হলেন: ড. মুনতাসির ফয়সাল, ড. মাকসুদুল ইসলাম, নুহাত রাইসা সেওতি, ড. সৈয়দা শবনম মালিক, নুসরাত জাবিন, প্রফেসর সাইদুর রহমান (খসরু) এবং ড. আবু জামিল ফয়সাল।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সঙ্কট থাকায় (প্রতি ১০০০ জনের জন্য মাত্র ০.৩ জন চিকিৎসক এবং ০.১৭ জন নার্স আছে) কোভিড-১৯ আক্রান্ত অনেকেই হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। তারা বাড়িতে থেকে যেসব চিকিৎসা নিয়েছেন তার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল, তারা কী ধরনের ওষুধ ও পথ্য খেয়েছেন ইত্যাদি জানতে গত ৪ জুন থেকে ৩০ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের পক্ষ থেকে সীমিত আকারে একটি গবেষণা করা হয়েছিল।

এই সমীক্ষায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। যাদের মধ্যে প্রায় ৬৭ ভাগ ছিলেন শহরের বাসিন্দা, এবং ৩৩ ভাগ পল্লী এলাকার বাসিন্দা।

উত্তরদাতাদের গড় বয়স ছিল প্রায় ৩২ বছর এবং তাদের একটি বড় অংশ উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। উত্তরদাতাদের প্রায় ৬৩ শতাংশ স্নাতক বা গ্রাজুয়েট পর্যায়ের লেখাপড়া শেষ করেছেন।

গবেষণায় অংশ নেওয়া উত্তরদাতাদের বেশিরভাগ (৭১%) তাদের জ্বর হওয়ার কথা জানিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য যে লক্ষণগুলোর কথা তারা বলেছেন তার মধ্যে সাধারণ হলো — শারীরিক দুর্বলতা, শরীরে ব্যথা, কাঁশি এবং গলা ব্যথা করা। প্রায় ১৭% তাদের ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং ২৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা খাবারে স্বাদ পেতেন না।

গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে গড়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা ওষুধ-পথ্য ও আনুষঙ্গিক খাতে খরচ করেছেন। প্রয়োজনীয় ওষুধ নিকটবর্তী ফার্মেসিতে না পাওয়ার কথা জানিয়ে তারা বলেছেন যে, অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে ওষুধ সংগ্রহ করতে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়েছিল।

উত্তরদাতাদের প্রত্যেকেই অসুস্থতার সময় অন্যান্য ওষুধের সাথে প্যারাসিটামল এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন যেমন ভিটামিন সি, এ ও বি সেবন করেছেন। আর অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে প্রায় ৭০ ভাগ রোগী অ্যাজিথ্রোমাইসিন সেবন করেছেন, এরপরই রয়েছে ডক্সিসাইক্লিন (১০%) এবং ক্লোরোকুইন ও হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন (৯%)। খুব অল্প সংখ্যক রোগী অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক যেমন অ্যামোক্সিসিলিন, লেভোফ্লক্সাসিন এবং অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্লাভুলোনিক অ্যাসিড ইত্যাদি সেবন করেছেন। মাত্র কয়েকজন রোগী হাইড্রোকোর্টিসোন এবং ইভারমেকটিন সেবন করার কথা জানিয়েছেন।

রোগীদের সকলেই ওষুধ ও দৈনন্দিন/নিয়মিত খাবারের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খেয়েছেন। রোগীদের একটা বড় অংশ গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করেছেন (৮৪%), গরম পানির ভাঁপ নিয়েছেন (৭৯%) এবং গরম পানি পান করেছেন (৭৬%)। এছাড়াও প্রায় ৩৫% রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করেছেন, ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করেছেন (১০%) ও প্রণ-ব্রেডিং (prone breathing) করেছেন (২০%)।

এই গবেষণায় প্রচুর চ্যালেঞ্জ ছিল। বিশেষ করে, কোভিড আক্রান্তদের পূর্ণ ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। অনেকের সাথেই গবেষকগণ যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু তাদের বেশিরভাগ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী হননি। শেষ পর্যন্ত গবেষকগণ ৮৯৪টি ফোন কলের মধ্য থেকে ১০১ জনের পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছেন।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও এর ভয়াবহতা শেষ হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় সবার জন্য পরামর্শ ও সহায়তার দরকার আছে। এই গবেষণার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটিও সুপারিশ করা হয়েছে যে, সরকারের দিক থেকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে থেকে কীভাবে চিকিৎসা নিচ্ছেন তা বিস্তারিতভাবে জানার দরকার রয়েছে। এক্ষেত্রে এই গবেষণার ফলাফল সরকারকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের বাড়িতে চিকিৎসা নেওয়া সংক্রান্ত তথ্য জানতে সহায়তা করার পাশাপাশি আরো বড় পরিসরে জাতীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসেবা ও যত্নের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গাইডলাইন/নির্দেশনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতেও সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর, বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org

অবশ্যই সবাইকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে অ-প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। এছাড়াও তাদের অবশ্যই জানা দরকার কোন ধরনের ওষুধ কোভিড-১৯ নিরাময়/চিকিৎসায় কার্যকর প্রমাণিত হয়নি এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। তাদের আরো জানা দরকার যে-কোনো ধরনের বিরূপ পরিস্থিতিতে তাদের কী করা উচিত।

ভিটামিন এবং বিভিন্ন ধরনের ফল ও মশলা খাওয়া ক্ষতিকর কিছু নয়। তবে, পুষ্টিবিদরা যদি সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ন্যাশনাল গাইডলাইন বা জাতীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকার আওতায় কোভিড-১৯ আক্রান্তদের বাড়িতে সেবায়ত্ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভিটামিন, ফল ও মশলা খাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তার একটি তালিকা তৈরি দেন তাহলে সবাই অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন যা খুবই সহায়ক ছিল যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। তবে, সরকার বর্তমানে এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়াকে উৎসাহিত করছে না। এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা বিস্তারিতভাবে কোভিড-১৯ আক্রান্তের বাড়িতে যত্ন ও সেবা সংক্রান্ত জাতীয় নির্দেশিকায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করার দরকার রয়েছে।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, ঢাকা
১৫ অক্টোবর ২০২০

